যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১০৬৩

১/ বিবিধ

আরবী

ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء
منكر

رواه الترمذي (2/55) وابن أبي الدنيا في " المجموع " (9/1) وفي " ذم الدنيا " (10/1) وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " (7/1) وابن السني في " القناعة " (243/1) والحاكم (4/312) والضياء في " المختارة " (1/120 ـ 121) ورقم (310 ـ 312 ـ تحقيقي) عن حريث بن السائب: حدثنا الحسن: حدثنا حمران عن عثمان مرفوعا
وكذا رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (5/144/2) وقال الترمذي
حديث حسن صحيح
وصححه الحاكم أيضا ووافقه الذهبي!! وأقرهما المناوي
كذا قالوا! وحريث هذا مختلف فيه، فقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ما به بأس. وقال الساجي: ضعيف. وقال أحمد: روى حديث منكرا عن الحسن عن حمران عن عثمان. يعني هذا. وذكر أن قتادة خالفه فقال: عن الحسن عن حمران عن رجل من أهل الكتاب، قال أحمد: حدثنا روح: حدثنا سعيد يعني عن قتادة به
قلت: فثبت أن الحديث من الإسرائيليات أخطأ الحريث هذا في رفعه
وقد روي بلفظ
" كل شيء فضل عن ظل بيت، وجلف الخبز، وثوب يواري عورة الرجل، والماء لم

يكن لابن آدم فيه حق
رواه الطيالسي (83) وعنه أبو نعيم في " الحلية " (1/61) وأحمد (1/62) وفي " الزهد " (ص 21) والطبراني (1/8/2) وأبو بكر ابن السني في " القناعة " (243/2) وأبو علي الصواف في " الفوائد " (3/167/2) وعنه أبو نعيم في " الفوائد " (5/216/1) عن حريث بن السائب قال: سمعت الحسن يقول
حدثنا حمران عن عثمان مرفوعا
وذكر ابن قدامة في " المنتخب " (10/1/2) عن حنبل قال
سألت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد) عن حريث بن السائب قال: ما كان به بأس إلا أنه روى حديثا منكرا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث
قلت: وذكر الضياء عن الدارقطني أنه سئل عن الحديث فقال
وهم فيه حريث، والصواب عن الحسن بن حمران عن بعض أهل الكتاب
وقد خفيت هذه العلة على من صححه بالإضافة إلى الضعف الذي ذكرته في الحديث، والعجب من المناوي، فإنه لم يكتف بإقراره لتصحيح الحاكم والذهبي، بل زاد على ذلك في " التيسير " فقال: وإسناده صحيح، واغتر بذلك صاحب ما سماه بـ " الكنز الثمين " فأورده فيه برقم (3192) وقد ادعى أن كل ما فيه ثابت كما تقدم، والواقع يشهد أنه لم يستطع الوفاء بذلك كالسيوطي في " جامعه "، وإن كان كتابه أنظف منه، وسيأتي التنبيه على بعض ما وقع فيه من الضعيف كلما تيسر لي ذلك

বাংলা

১০৬৩। এই খাসলতগুলো ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে আদম সন্তানের জন্য কোন প্রাপ্য নেই; একটি ঘর যাতে সে বাস করবে, একটি কাপড় যার দ্বারা তার গুপ্তাঙ্গকে ঢাকবে এবং রুটির একটি টুকরা ও সামান্য পানি।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তিরমিযী (২/৫৫), ইবনু আবিদ দুনিয়া “আল-মাজমূ” গ্রন্থে (১/৯) ও "যাম্মদ দুনিয়া" গ্রন্থে (১/১০), আব্দ

ইবনু হুমায়েদ "আল-মুন্তাখাবু মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৭), ইবনুস সুন্নী "আল-কানায়াহ" গ্রন্থে (১/২৪৩), হাকিম (৪/৩১২) ও যিয়া “আল-মুখতারাহ” গ্রন্থে (১/১২০-১২১) হুরায়েস ইবনুস সায়েব হতে, তিনি আল-হাসান হতে, তিনি হুমরান হতে, তিনি উসমান হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৫/১৪৪/২) বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি হাসান সহীহ ।

হাকিমও সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন! আর মানবী তাদের দু’জনকে সমর্থন করেছেন!

এ হুরায়েস বিতর্কিত ব্যক্তি। ইবনু মাঈন বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য। আবু হাতিম বলেনঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। সাজী বলেনঃ তিনি দুর্বল। ইমাম আহমাদ বলেনঃ তিনি হাসান হতে ... মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এ হাদীসটি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কাতাদাহ তার বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাসান হতে, তিনি হুমরান হতে, তিনি আহলে কিতাবদের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ সব্যস্ত হয়েছে যে, ইসরাঈলী বর্ণনা হতে এসেছে। ভুল করে হুরায়েস এটিকে মারফু করে ফেলেছেন।

ইবনু কুদামাহ “আল-মুন্তাখাব” (১০/১/২) গ্রন্থে ইমাম আহমাদ হতে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেনঃ আমি আবু আদিল্লাকে (অর্থাৎ ইমাম আহমাদকে) হুরায়েস ইবনু সায়েব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেনঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। তবে তিনি উসমান হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ সেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়নি। অর্থাৎ এ আলোচ্য হাদীসটি।

যিয়া দারাকুতনী হতে উল্লেখ করেছেন যে, তাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেনঃ হুরায়েস তাতে সন্দেহ করেছেন। সঠিক হচ্ছে হাসান হতে, তিনি হুমরান হতে, তিনি আহলে কিতাবদের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সমস্যাটি সহীহ আখ্যা দানকারীদের নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। মানবী, যাহাবী ও হাকিম কর্তৃক সহীহ আখ্যা দানকে শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি “আত-তায়সীর” গ্রন্থে বলেছেনঃ হাদীসটির সনদ সহীহ। ফলে “আল-কানযূস সামীন” গ্রন্থের লেখক ধোঁকায় পড়েছেন।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71942

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন